খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি দীপাঞ্জন বসু '৬৪
সাধারণ সম্পাদক রজত ঘোষ '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019

• Vol 05 • Issue 16 • 15 Mayl 2017 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহে পৃথিবী জ্বলছে তবু আমরা যেন ভুলে না যাই এই সময়েই জন্মেছিলেন আমাদের ভাষার প্রধান দুই কবি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই বলি বা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, এই দুই ক্ষেত্রেই এই দুই কবির অবদান আমরা ভুলতে পারিনা।

প্রতি বছরের মতো এবারেও অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজন করেছিল বর্ষবরণ উৎসবের। এই উৎসবে 'জ্যোতিভূষণ চাকী স্মারক বৃত্তি বিতরিত হয়েছিল যার ফলে অভিভাবক ও বর্তমান ছাত্রদের ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

ছোটরা যেভাবে উৎসাহভরে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে তাতে এই বিদ্যালয়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরম্পরাই প্রমাণিত হয়েছে।

এই বিদ্যালয়ের খেলাধূলার ব্যাপারেও একটা সমৃদ্ধ পরম্পরা ছিল যা আজ আর নেই। তাই ক্রীড়াবিষয়ক একটা করে লেখা 'খেয়া'র পাতায় ছাপিয়ে সে কথা আমরা স্মরণ করছি।

স্কুলের খেলার মাঠকে সংস্কারের একটা উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগ সফল হলে স্কুলের খেলাধূলার ক্ষেত্রে তা মস্ত বড় পদক্ষেপ হবে।

একটি সংশোধনী

গত সংখ্যা 'খেয়া'য় উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতার প্রতিবেদনে, উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক উপসমিতির আহ্বায়ক সৌভিক ঘোষালের নাম অসাবধানতায় বাদ পড়ে গেছে।
স্মারক বক্তৃতাকে সফল করে তুলতে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ছিল খুবই প্রশংসনীয়। এই কারণে আমরা সৌভিক ঘোষালের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী।

-- সম্পাদক

নববর্ষের আড্ডা এবং জ্যোতিভূষণ চাকী ছাত্রবন্ধু প্রকল্পে অসচ্ছল ছাত্রদের সহায়তাদান

গত ৩০ এপ্রিল ২০১৭, রবিবার, সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় আমরা নববর্ষকে ঘিরে সমবেত হয়েছিলাম জগদ্বন্ধু প্রাঙ্গণে গান কবিতা আর আড্ডার মাঝে ফিরে ফিরে অ্যালমনিকে দেখাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। ছিল অগ্রজদের আর অনুজদের স্মৃতি চারণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই উৎসবের অবসরে কিছু ছাত্রদের (আপাত অর্থে অসচ্ছল) শিক্ষা-সংক্রান্ত উপকরণগুলি খাতা, পেন, স্কুল ব্যাগ, দু'সেট স্কুলের পোশাক, জুতো ইত্যাদি দেওয়া হল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ছাত্র শিক্ষা সহায়ক এই প্রকল্পটি আমাদের বিদ্যায়তনের শিক্ষক বিশিষ্ট ভাষাবিদ জ্যোতিভূষণ চাকী মহাশয়ের স্মৃতিতে উৎসর্গ করে নামকরণ হয়েছে জ্যোতিভূষণ চাকী ছাত্রবন্ধু প্রকল্প।

এই বছরে জ্যোতিভূষণ চাকী ছাত্রবন্ধু প্রকল্পের তৃতীয় বছর। ২০১৫ সালে মাত্র ১৮ জনকে দিয়ে আমাদের পথ চলা শুরু করে ২০১৭ সালে ৫৫ জন ছাত্রদের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি - যার কৃতিত্ব প্রাপ্য অবশ্যই কয়েকজন প্রাক্তনীর। অ্যালমনির পাশে থেকে আদপে ছাত্রদের পাশেই থেকেছে দাদার মতো। এই ছাত্রদের বিভিন্ন খাতে তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া সম্ভব হল।

অনুষ্ঠান সন্ধ্যায় স্কুলের মাঠ ভরে ওঠে কচি-কাঁচাদের কলকাকলিতে, সঙ্গে অভিভাবক-অভিভাবিকারাও ছিলেন। ছোটোদের মাইকে কবিতা বলার জন্য হুড়োহুড়ি বেশ মজাদার হয়ে ওঠে। দিলীপ কুমার সিংহ, সুভাষ কুমার বোস, প্রবীর কুমার সেন এবং বিশিষ্ট প্রাক্তনীদের (সংখ্যায় কম) উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের প্রাপ্তি কানায় কানায় ভরে ওঠে। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন প্রাক্তনী দিলীপ কুমার সিংহ, কানাই চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতাপাঠ করেন সুকমল ঘোষ।

পরের পাতায় দেখুন

এই সংখ্যাটি শ্রী সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৯৬৬ -এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

নববর্ষের আড্ডা ...

(প্রথম পাতার পর)

যাদের হাতে ২০১৭ সালের জন্য তুলে দেওয়া হল -

প্রথম শ্রেণি - ঐতিহ্য বিশ্বাস, দেবজিত দে, শুভম্ বৈদ্য, রাতুল হালদার, শান্তনু নাগ, উৎসব সর্দার।

দ্বিতীয় শ্রেণি - আকাশ হাজরা, দিনো মোরিয়া, দেবাংশু মিস্ত্রী, জয়দীপ রায়, প্রদীপ বসু মজুমদার, ঋষভ চৌধুরি, নীলাদ্রি সরকার, ঋক সরদার, পলাশ কর্মকার, রোহণ দাশ, সৌম্যরূপ পুরকাইত, শুভজিৎ দাস, শিবম হালদার, সায়ন গাঙ্গুলি, তৃষাণজিৎ হালদার।

তৃতীয় শ্রেণি - অরিত্র রায়, অঙ্কিত দাশ, আকাশ জানা, আয়ুষ দে, মিলন হালদার, সায়ন দাশ (১), ঋক হালদার, সৈকত হালদার, সায়ন মজুমদার, শুভম মিস্ত্রী, রণিত দে, সৌভিক সর্দার, সূর্য দাস, শুভম নস্কর, শুভজিৎ হালদার।

চতুর্থ শ্রেণি - আরিয়ান মল্লিক, বিক্রম ঘোষ, অমৃক ভট্টাচার্য, আয়ুষ বাগচি, অভ্রজিৎ দলুই, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, আদিত্য দাশ, মনোজ সরকার, প্রভাস মালি, সম্রাট দাস, জয়দীপ মুখার্জি, কৌশিক বণিক, নয়ন মান্না, শিবরাজ মালিক, সুদীপ্ত হালদার, শুভদীপ দাস (২), সৌম্যজিত পুরকাইত, (২) সায়ন দাস (২) সায়ন মান্না।

আর যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারা হলেন

রজনী মুখার্জি, ধ্রুবজ্যোতি গুপ্ত, সুদীপ সাহা, দীপাঞ্জন বসু, শিবদাস গণ, সন্দীপ চক্রবর্তী, অরূপকৃষ্ণ সাহা, দীপক মিত্র, অরিন্দম বসু, যুগল কুণ্ডু, শিবশঙ্কর মুখার্জি এবং গীতা মাইতি (অতিথি)।

ক্রিকেটার কানু সরকার

স্বপন রায়চৌধুরী ১৯৫৩

ক্রিকেটার কানু সরকার জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন থেকে ১৯৬৯ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। বিদ্যালয়ের নাম সরজিৎ সরকার। তৎকালীন জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের অপরিহার্য ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন এই কানু সরকার। তার সম-সাময়িক যারা খেলোয়াড় ছিলেন তারাও স্কুলকে গৌরবান্বিত করেছিল, যেমন কল্যাণ চৌধুরী (ভাইটু), রাজা মুখার্জি, রাণা মুখার্জি, পরলোকগত পার্থ গোস্বামী প্রমুখ স্বনামখ্যাত খেলোয়াড়বৃন্দ। এই সময়ে ক্রীড়াপ্রিয় সুহাসবাবু বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক। ১৯৬৮ সালের সি এ বি আয়োজিত সামার ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান খেলা জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনে। District School Sports Board পরিচালিত দক্ষিণ কলকাতা স্কুল লীগ চ্যাম্পিয়ন পর পর তিন বছর। ১৯৬৭ সালে কানু সরকার প্রথম দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্রিকেট Team Cricket Club of Dhakuria-তে খেলা শুরু করেন। পরবর্তী বছরে প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট টিম বালিগঞ্জ ইউনাইটেডে যোগদান।

তৎকালীন অনেক বড় বড় ক্রিকেট খেলোয়াড় তার বলকে সমীহ করতো। তার কয়েকটা রেকর্ড দেখছিলাম তার ডায়েরীতে। যেমন BNR -এর বিরুদ্ধে ৩৭ রানে ৭ উইকেট। ইউনিয়ন স্পোর্টিং এর বিরুদ্ধে ৬৫ রানে ৫ উইকেট ইত্যাদি। অনিক ভট্টাচার্য, গোপাল বসু, সুব্রত গুহ, পলাশ নন্দী, জীবন মুখার্জী প্রমুখ বিখ্যাত খেলোয়াড়দের তিনি বহুবার আউট করেছেন।

খেলোয়াড়ী জীবনের পরিশেষে তার কোচিং করার সৌভাগ্য হয়েছিল। বিবেকানন্দ পার্কে বুলান কোচিং সেন্টার, বালিগঞ্জ বয়েজ কোচিং সেন্টার এবং সর্বোপরি জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের তিনি শিক্ষক ছিলেন। কাকুলিয়া রোডের পৈত্রিক বাড়িতে এখন সপরিবার বাস করেন কানু সরকার। পুত্র সৌরজিৎ সরকারও ভালো ক্রিকেটার। বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত ও ক্রিকেট খেলার সঙ্গে যুক্ত। South Point, National High School-এর ছাত্র সৌরজিতের ২০০১ সালে ১৭টা সেঞ্চুরী আছে। CAB পরিচালিত Under Age Tournament -এর একজন নিয়মিত খেলোয়াড় ছিল সৌরজিৎ।

কর্মজীবনে কানু সরকার হিন্দুস্থান স্টিল ও পরবর্তী সময়ে National Jute Manufacture Corporation-এর Deputy Manager-এর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কাস্টমসের সুনীল দাশগুপ্ত তার ক্রিকেট খেলার শিক্ষাগুরু। তাঁর একান্ত ইচ্ছা -- জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন আবার Cricket Coaching Camp শুরু করুক - তাহলে তিনিও খেলোয়াড় তৈরীতে

খেয়া পত্রিকার জন্য লেখা

প্রাক্তনীদের কাছ থেকে খেয়া পত্রিকার জন্য বিদ্যালয়কেন্দ্রিক অথবা অন্য কোনো সৃজনমূলক বিষয়ে রচনা আহ্বান করা হচ্ছে। স্কুল আমাদের সকলের কাছেই ফেলে আসা দিনের উজ্জ্বল স্মৃতি, সেই স্মৃতির ভাণ্ডারে টান পড়লেই দেখবেন এক ফল্গুধারার মত উৎসারিত হতে থাকবে আপনার ধূলিধূসরিত অথচ সুন্দর স্মৃতিকথা। শুধু স্মৃতি মেদুরতাই নয়, আপনার নিজস্ব বিষয়ে যা আপনার কর্মপরিধিকে বিস্তৃত করেছে বিরাট ক্ষেত্রে, সেই প্রসঙ্গে কোনো লেখা আমাদের সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইলে বা পারলে আপনি এবং আমরা উভয়েই আনন্দিত হব। তাই কালক্ষেপ না করে খাতা-কলম নিয়ে বসে পড়তে পারেন টেবিলে কিংবা ল্যাপটপে।

আপনার মৌলিক লেখাটি বাংলা ওয়ার্ড-এ বা হাতে লিখে স্ক্যান বা PDF করেও E-mail করতে পারেন।

নবেন্দু ঘোষ প্রসঙ্গে (১৯১৭-২০১৭)

সুকমল ঘোষ ১৯৬৯

আমার একটা স্বভাব ইদানীং গড়ে উঠেছে তা হল, কোনো কবি বা সাহিত্যিকের জন্ম শতবর্ষ এলে তাঁর সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ খোঁজখবর করা।

অনেকেই ইদানীংকালে তেমন ভাবে পঠিত নন, তবে একটু খোঁজ করলেই তাদের বইপত্র গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। তাই তাদের গল্প, উপন্যাস বা কাব্যগ্রন্থের বিস্তৃত পর্যালোচনায় আমি যাই না, তার বদলে এমন কিছু তথ্য বা ঘটনা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করি যা তাঁর কবি, সাহিত্যিক হয়ে ওঠার ভিত হিসেবে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

নবেন্দু ঘোষের জন্ম ১৯১৭ সালের ২৭ মার্চ, ঢাকা শহর থেকে আট মাইল দূরে কলাতিয়া গ্রামে। ধনেশ্বরী নদীতীরে গ্রামটি অবস্থিত ছিল। এই গ্রামে যাত্রা, থিয়েটার লেগেই থাকত। এখান থেকেই নবেন্দুর মধ্যে নাট্যপ্রীতি গড়ে ওঠে।

নবেন্দুর পিতার নাম ছিল নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ, সংস্কৃতে ও ইতিহাসে ডবল এম.এ ছিলেন, এছাড়া বি.এল ছিলেন। ঢাকা কোর্টে তিনি প্র্যাকটিস করতেন। বৈষ্ণব তত্ত্বে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর কীর্তন গান খুবই শ্রুতিমধুর ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাই প্রিয়রঞ্জন দাশ পাটনা কোর্টের বিচারক ছিলেন। তিনি কোনো এক আসরে নবদ্বীপচন্দ্রের কীর্তন গান শুনে পাটনা কোর্টে এসে প্র্যাকটিস করবার আমন্ত্রণ জানালেন। উদ্দেশ্য ছিল জীবিকা অর্জনের পর শাস্ত্রালোচনা ও কীর্তনানন্দ লাভ। তার ফলে ১৯২৫ সাল থেকে নবেন্দু ঘোষরা পাটনা গিয়ে বসবাস শুরু করেন ও প্রবাসী হয়ে যান।

পাটনায় রামমোহন রায় সেমিনারী স্কুলে ভর্তি হবার পর তিনবন্ধু মিলে 'ঝরনা' বলে একটি হাতেলেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির মান খুবই ভালো হয়েছিল।

এই স্কুলের সিনিয়র ছাত্র মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দাররা মিলে 'প্রভাতী' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন। স্কুলের প্রধানশিক্ষক মহাশয় শ্রীশ চন্দ্র চক্রবর্তী ও সিনিয়র ছাত্র মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দারের অনুরোধে ঝরনা প্রভাতীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল।

'প্রভাতী' পরে পাটনার প্রভাতী সংঘের মুখপত্রে পরিণত হয়।

পাটনায় যেবার প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সম্মেলন হয় সেবার দেড়শো পাতার প্রভাতী মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হল।

এই পত্রিকায় বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়-এর পাশাপাশি নবেন্দু ঘোষের একটি গল্পও মুদ্রিত হয়েছিল।

পাটনা থেকে নবেন্দু শনিবারের চিঠি ও পরিচয় পত্রিকায় গল্প লিখে পাঠাতেন।

পাটনায় থাকাকালীন তিনি শখের সাহিত্যিক কলকাতায় এসেছিলেন সাহিত্যচর্চা করে অর্থ রোজগারের জন্য। কলকাতায় এসে বন্ধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও প্রকাশনীর সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য হয়ে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ দুটির নাম হল 'ডাক দিয়ে যাই' এবং 'ফিয়ার্স লেন'। তাঁর আত্মজীবনীর নাম 'এক নৌকার যাত্রী'। কলুটোলা অঞ্চলে লেখক যখন থাকতেন তখন দাঙ্গার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন 'ফিয়ার্স লেন'। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গাকে লেখক এই উপন্যাসে তীব্র ভাবে নিন্দা করেছিলেন।

'ডাক দিয়ে যাই' ব্রিটিশরাজবিরোধী উপন্যাস। এই উপন্যাসের জন্য ব্রিটিশ রাজের চাকরি তিনি ছেড়ে দেন।

কয়েকটি ভালো ছোটোগল্প সংকলনও তাঁর রয়েছে। যেমন, পোস্টমর্টেম, এই সীমান্ত, কান্না প্রভৃতি। তাঁর কয়েকটি অসাধারণ ছোটোগল্প পড়লাম, যেমন, কান্না, মাঝি, ঢাকা, তলানি, জীবিকা।

বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতে তিনি চিত্রনাট্যকার হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা সেরা চিত্রনাট্যগুলি হল - পরিণীতা, বন্দিনী, সুজাতা, দেবদাস, মঝ্‌লিদিদি, তিসরি কসম। ৭০-৮০ টি চিত্রনাট্য, ১০টি গল্পগ্রন্থ, ১৯টি উপন্যাস তিনি রচনা করেছিলেন। বঙ্কিম পুরস্কার, অমৃত পুরস্কার, বিভূতি সাহিত্য অর্ঘ্য, বিমল মিত্র পুরস্কার, গজেন্দ্র মিত্র পুরস্কার ও হরপ্রসাদ ঘোষ পদক পেয়েছেন সাহিত্যচর্চার জন্য। এই জন্মশতবর্ষে তাঁর লেখাগুলি যদি আমরা একটু পড়ে দেখি তবেই তাকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো হবে।

পুনর্মিলন - একটি সংযোজন

১৮, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সালের পুনর্মিলন উৎসব হয়ে গেল। প্রথম দিন অর্থাৎ ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় অবন মহলে ছিল সঙ্গীত সন্ধ্যা।

এই সঙ্গীত সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন সায়নি পালিত। ওইদিন সায়নি পালিত প্রধান শিল্পী হলেও জগদ্বন্ধুর প্রাক্তনীরা এক মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান উপহার দেন। আধুনিক যন্ত্রানুষঙ্গে তাদের গলায় লোকগান থেকে রবীন্দ্রনাথের গান উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে নাড়া দিয়ে যায়। শুভজিৎ হোড়, সৌরভ সরকার, শুভ চক্রবর্তী, রোহিতদের প্রয়াস ও নিবেদন অভিনন্দনযোগ্য। আশা ওরা আগামীদিনেও আরও অনুষ্ঠানে আমাদের মন ভরাবে।

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

অশ্বত্থামা কাদের খুন করলেন মাঝরাত্তিরে? — কয়েকটি নিরপরাধ শিশুকে! — হ্যাঁ, দ্রোণ শত্রু দ্রুপদের বংশ নাশ করার ঝোঁকে সেই ঘুমন্ত শিবিকায় ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী সহ দ্রুপদের তেরো পুত্র ও তিন পৌত্র এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করলেন অশ্বত্থামা। এবং দরজায় দাঁড়িয়ে এই munderগুলোকে secured করলেন মামা কৃপ। এটা নেহাতই সেই মুহূর্তে একজন মামার, ভাগ্নের প্রতিশোধের প্রতি সহমর্মীতার আভাস ছিল না। মনে হয় যেন, দুই চিরস্থায়ী সহযোদ্ধার নিষ্ফল আক্রোশের এক যৌথ ফসল ছিল এই নারকীয়তাটি! কারণ, এই দুটি লোকের চিরজীবিকা পাওয়া নেহাতই একটা দুর্ঘটনা; অথবা বলা চলে, ব্রাহ্মণ সন্তানদের এমন over-skilled power-up বাকি ক্ষত্রিয়রা তেমনভাবে জাজ্ করতে পারেন নি বলেই এই প্রায় বিখ্যাত নন এমন দুজন মামা-ভাগ্নে হঠাৎই চিরজীবীর তকমা পেয়ে বসলেন। যদিও দ্রোণ ব্রাহ্মণ যোদ্ধা হিসাবে এতোটাই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, ভীষ্ম পতনের পর তিনিই কৌরবদের সেনাপতি হন। তাঁর সেনাপতিত্বকালীন সাড়ে চার দিনের যুদ্ধবর্ণনা নিয়ে গোটা দ্রোণপর্ব রচিত হয়েছে মহাভারতে। কিন্তু দ্রোণের যোদ্ধা পরিচিতি যতটা বিপুল ছিল, সেই তুলনায় কৃপ-অশ্বত্থামা আর কিছুই নন। তবু তাঁরা চিরজীবী হয়ে গেলেন পরিস্থিতির পাকচক্রে পড়ে। এবং এই গেরিলা হামলার পর ঠিক সাধারণ সৈন্যের মতো অশ্বত্থামা পালালেন পুতিগন্ধময় প্রদেশে, চিরকালের জন্য; যেটাকে ironilly মহাভারতে বলা হল, তাঁকে পুঁতিগন্ধময় প্রদেশে নির্বাসন দেওয়া হল।

যদি তর্কের খাতিরে অশ্বত্থামার মাথার মণি কেড়ে নিয়ে কৃষ্ণের পরামর্শে তাঁকে পাণ্ডবদের পক্ষ থেকে চিরকালীন নির্বাসনের যুক্তিটাই মেনে নেওয়া হয়, তাহলেও অশ্বত্থামার ব্রাহ্মণ রক্তবীজের উপর প্রকট হয়ে ওঠা ক্ষাত্র রক্তবর্ণটা কিন্তু অনুজ্জ্বল হয়ে যায় না। দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রকে হত্যা করার পরও কেন পাণ্ডবরা অশ্বত্থামাকে এমন লঘু শাস্তি দিলেন, সেটা একটা অন্য পর্যালোচনার বিষয়; এই প্রসঙ্গে সেক্ষেত্রে আর ঢুকলাম না। কিন্তু অশ্বত্থামার চরিত্রের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, মানুষটি যুদ্ধ করতে করতে নৃশংসতার এমন স্নায়বিক বিকারে পৌঁছে গেছেন যে তাঁর কাছে গোটা আষ্টেক দুধের শিশুর (দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও দ্রুপদের আরো তিন পুত্র) রক্ত ঝরাতে এক ফোঁটাও হাত কাঁপল না। এরপরও অর্জুন, অশ্বত্থামার দিকে দিব্যবাণ তুলেও সংবরণ করে নিলেন কৃষ্ণের অনুরোধে। কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁর বাণ সংবরণ করতে পারলে না। সেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকা মুহূর্তেও তাঁর তীর অর্জুনের পুত্রবধূ গর্ভবতী উত্তরার দিকে ধেয়ে গেল। --- ব্রাহ্মণের ক্ষাত্র-অভিযোজনের ধাপে এই বোধহয় নিকৃষ্টতম পরিণাম; যা অশ্বত্থামার হাত থেকে দেখলে, কৃষিক্ষেত্রে 'হাইব্রিড' এর চাষ যে বেশ লাভদায়ক, সেটা প্রমাণিত; কিন্তু পাশাপাশি 'হাইব্রিড/ মাছ-সব্জির স্বাদ এবং উপকারিতা দুটোই যে নীচের দিকে, সেটাও নজর করার মতো। তাই যুদ্ধ অস্ত্রশিক্ষার মতো সেনাকৌশলের অধিক রপ্ততা যে মানুষকে আস্তে আস্তে মানবিকতাহীন জল্লাদে পরিণত করে, তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে রইলেন এই ভরদ্বাজ পৌত্র এবং দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা।

মামার ভূমিকা পালনের পর পাক্কা ক্ষত্রিয় বুরোক্র্যাটের মতো কৃপ কিন্তু হস্তিনাপুরের অন্দরমহলে মিশে যেতে পারলেন আবার। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে বিনা বাক্যব্যয়ে বাস করে, আবার পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানকালে নিযুক্ত হয়ে গেলেন পরীক্ষিতের শিক্ষাগুরু হিসাবে। এককথায়, মহাভারতের মিতভাষ কৃপ-ই একমাত্র ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয়ের এই বংশানুক্রমিক অভিযোজনের ধারায় byond ক্ষত্রিয়; একজন পূর্ণাবয়ব well-balanced মানুষ হয়ে উঠলেন যিনি কখনোই প্রকট ও প্রকাশ্য মন, কিন্তু সর্বদাই ধ্রুব। আর তাঁর এই জীবন

Journy-র পথে; এই evolution এর তৃতীয় প্রজন্ম, তাঁর ভাগ্নে অশ্বত্থামা চিরজীবীতার excellence-এ পৌঁছেও নিজেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারলেন না। অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ থেকে অস্ত্রবিদ ক্ষত্রিয় হওয়ার পথে পিতৃছায়ায় চূড়ান্ত সফলতা পেলেও, মামার সাহায্য নিয়ে তিনি যুদ্ধের শেষবেলায় যে জঘন্য নাটকটা করলেন, তাতে তাঁর এই বর্ণাশ্রমের সংকরায়ন থেকে বেরিয়ে পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠা আর হল না। তাঁর পূর্ব পুরুষের অস্ত্রপ্রীতি, অশ্বত্থামার মধ্যে এসে একটা দস্যুতার জিঘাংসায় পরিণত হল যেন। সেই বিন্দু শুথকেই কৃপের সঙ্গে অশ্বত্থামার মামা-ভাগ্নে সম্পর্কের বাঁধনটাও আলগা হয়ে বেরিয়ে গেল চিরকালের মতো.....

(ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

facebook -এ status- দেওয়া বা
twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
ছাপাখানার বিকল্প কী ?
প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোন ঃ ৮৯৮১৭৫২১০০

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.